একনজরে ফায়ার সার্ভিসের সেবাসমূহ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী সকল উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে নিয়মিত সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প গ্রহণ এবং তদানুযায়ী নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও চালুকরণ।
- অগ্নি নির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ, সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনাসহ সকল প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্ঘটনা/দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা করা।
- দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ এবং এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনা।
- দেশের অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে অগ্নি দুর্ঘটনাসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে জঙ্গি দমন অভিযানে অংশগ্রহণ।
- ভিভিআইপি ও ভিআইপিদের অগ্নি নিরাপত্তা প্রদান করা।
- জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীসমূহে ফায়ার সেফটি সাপোর্ট প্রদান।
- জাতীয় সংসদ ভবনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় (কি পয়েন্ট ইন্সটলেশন) অগ্নি নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন।
- ঈদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক উৎসবে ঘরমুখো মানুষের নিরাপত্তায় লঞ্চ টার্মিনালগুলোতে উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন।
- সারা দেশের হাইওয়েতে ঝুঁকিপূর্ণ ৯০টি স্থানে দ্রুত সাড়া প্রদান ও উদ্ধার কাজ পরিচালার লক্ষ্যে র‍্যাপিড রেসকিউ ইউনিট মোতায়েন।
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন, মহড়া প্রদর্শন, গণসংযোগ, নৈশকালীন মহড়া ইত্যাদি পরিচালনা।
- শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা জোরদারে ৬ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ২ দিনের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা।
- স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তা ও উদ্ধার বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় কমিউনিটি লেভেলে স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা।
- বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানা ও বস্তি এলাকায় অগ্নিদুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও মহড়া পরিচালনা করা।
- বহুতল ভবনের অগ্নি নিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্রের শর্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- আন্তর্জাতিক অগ্নি নির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করা।
- বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নসহ অগ্নি নির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান।
- অগ্নি প্রতিরোধসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।
- সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের অগ্নি নির্বাপণ অগ্নি প্রতিরোধ এবং বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আধুনিক অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সাজ-সরঞ্জামাদির চাহিদা প্রণয়ন ও সংগ্রহ এবং সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সেবা প্রদান করা।
- যুদ্ধকালীন বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূমিকা পালন।

অগ্নি-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় করণীয়

অসাবধানতাই অগ্নিকাণ্ডের প্রধান কারণ। অগ্নি প্রতিরোধে সচেতন হোন।

রান্নার পর চুলার আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলুন। গ্যাসের চুলা হলে ফুঁ দিয়ে না নিভিয়ে রান্না শেষ হলে চুলার চাবি ভালো করে বন্ধ করে দিন।

ছোট ছেলে-মেয়েদের আগুন নিয়ে খেলা থেকে বিরত রাখুন।

দাহ্যবস্তু আছে এমন স্থানে খোলা বাতির ব্যবহার বন্ধ রাখুন। জরুরি প্রয়োজনে খোলা বাতি ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখুন। ঘর-বাড়িতে খোলা বাতি জ্বালিয়ে কখনো ঘুমিয়ে পড়বেন না। লোকশূন্য জায়গায় খোলা বাতি জ্বালিয়ে রাখা নিরাপদ নয়।

গ্যাসের চুলা জ্বলানোর আগে অবশ্যই রান্না ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিন।

অভিজ্ঞ ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা নিয়মিত ভবনের বৈদ্যুতিক কেবল ও ফিটিংস পরীক্ষা করুন।

জাতীয় জরুরি সেবা কেন্দ্র ৯৯৯-এ বা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে ০২-৯৫৫৫৫৫৫ ০১৭১৩০৩৮১৮২ বা ১০২ নম্বরে ফোন করুন।

অগ্নি নিরাপত্তার জন্য সবসময় আপনার ভবনে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র, দুই বালতি পানি বা বালু মজুদ রাখুন।

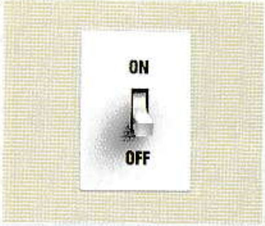

বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বাধাহীনভাবে প্রবেশ করা যায় এমন স্থানে স্থাপন করুন। দুর্ঘটনার শুরুতেই মেইন সুইচ বন্ধ করুন।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপন করুন। প্রশিক্ষণ নিন এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা ব্যবহার করুন।

অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।

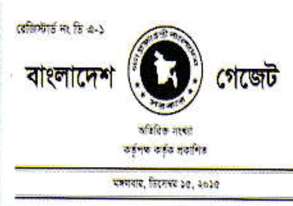

প্রতিটি শিল্পকারখানা ও ভবনে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ অনুযায়ী অগ্নি-প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন।

ভূমিকম্প দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয়

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এখন পর্যন্ত এই দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয়ার কোনো যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। এ কারণে ভূমিকম্প দুর্যোগ মোকাবেলায় বা এ ধরনের দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সীমিত রাখার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিকম্পের পূর্বে করণীয়

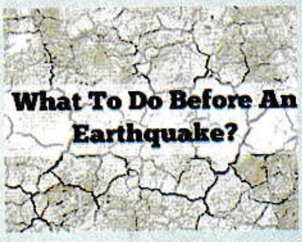

ভূমিকম্প সংস্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য অবহিত হোন এবং পরিবারের সদস্যদের তা অবহিত করুন।

ভূমিকম্প নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিন এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান পরিবারের সদস্যদের তা অবহিত করুন।

ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা, ভূমিকম্পের ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হোন ও পরিবারের সদস্যদের অবহিত করুন।

ভূমিকম্পকালীন আশ্রয়স্থলের জন্য উপযুক্ত স্থান সম্পর্কে ধারণা নিন এবং পরিবারের সদস্যদের তা জানান।

ভূমিকম্পের সময় নিজেকে নিরাপদ রাখার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে শুকনো খাবার, পানি ও প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী সংরক্ষণ করুন।

মনে রাখবেন ভূমিকম্প নিজে মানুষকে আঘাত করে না। মানুষের তৈরি ঘর-বাড়ি বা দুর্বল স্থাপনা, অবকাঠামো ভেঙে পড়ায় মানুষ হতাহত হয়।

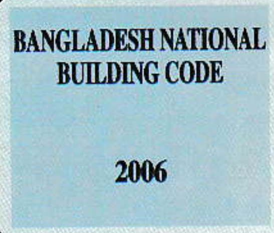

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) অনুসরণ করে ভবন নির্মাণ করুন, ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাস করুন।

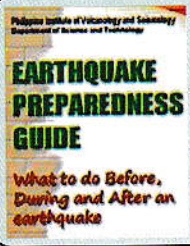

ভূমিকম্পের আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার কোন যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং সচেতনতা এবং পূর্ব প্রস্তুতিই ভূমিকম্প মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায়।

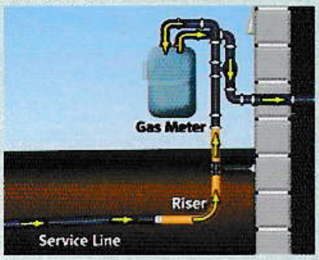

গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সংযোগ ঝুঁকিমুক্ত কি-না তা নিয়মিত পরীক্ষা করুন।

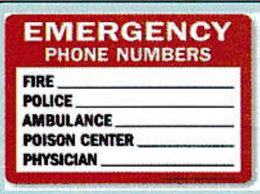

ফায়ার স্টেশন, হাসপাতাল/ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের টেলিফোন নম্বর বাড়ির প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান স্থানে লিখে রাখুন।

জরুরি অবস্থায় বাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গা পরিবারের সকলকে দেখিয়ে রাখুন।

বহুতল ভবন, মার্কেট, হোটেল/বিদ্যালয়ের সিঁড়ি প্রশস্ত করুন এবং জরুরি মুহূর্তে তা বাধাহীনভাবে ব্যবহারের উপযোগী রাখুন।

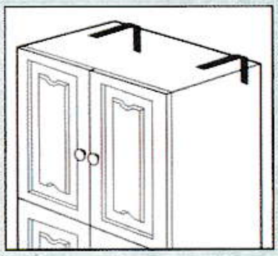

ঘরের ভারী আসবাবপত্র যাতে ভূমিকম্পে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা না ঘটাতে পারে, সেজন্য পেছন থেকে আংটা লাগিয়ে দেয়ালের সাথে আটকে রাখুন।

যথাযথ সচেতনতা এবং প্রস্তুতি ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি আশানুরূপভাবে কমাতে পারে।

ভূমিকম্পের সময় করণীয়

ভূকম্পন অনুভূত হলে শান্ত থাকুন। আপনি যদি ভবনের নিচ তলায় থাকেন, তাহলে দ্রুত বাইরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুন।

যদি ভবনের উপর তলায় থাকেন, তাহলে কক্ষের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।

ভূমিকম্পের সময় বিছানায় থাকলে, বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে নিন; অতঃপর টেবিল, ডেস্ক বা শক্ত কোন আসবারের নিচে আশ্রয় নিন এবং তা এমনভাবে ধরে থাকুন যেন মাথার উপর থেকে সরে না যায়। এছাড়া শক্ত দরজার চৌকাঠের নিচে ও পিলারের পাশে আশ্রয় নিতে পারেন।

উচুঁ বাড়ির জানালা, বারান্দা বা ছাদ থেকে লাফ দেবেন না।

রান্নাঘরে থাকলে যত দ্রুত সম্ভব বের হয়ে আসুন। সম্ভব হলে বাড়ির বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মেইন সুইচ বন্ধ করুন।

দুর্ঘটনার সময় লিফট ব্যবহার করবেন না।

ঘরের বাইরে থাকলে গাছ, উচুঁ বাড়ি, বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে থাকুন।

গাড়িতে থাকলে ওভারব্রিজ, ফ্লাইওভার, গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে গাড়ি থামান। ভূকম্পন না-থামা পর্যন্ত গাড়ির ভেতরেই থাকুন।

ভূমিকম্পের প্রথম ঝাঁকুনির পর পুনরায় ঝাঁকুনি হতে পারে। সুতরাং একবার বাইরে বেরিয়ে এলে নিরাপদ অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত ভবনে পুনরায় প্রবেশ করবেন না।

মোবাইল বা ফোন ব্যবহারের সুযোগ থাকলে উদ্ধারকারীদের আপনার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন।

আপনি যদি কোন বিধ্বস্ত ভবনে আটকা পড়েন এবং আপনার ডাক উদ্ধাকারীগণ শুনতে না পায় তাহলে বাঁশি বাজিয়ে অথবা হাতুড়ি বা শক্ত কোন কিছু দিয়ে দেয়ালে বা ফ্লোরে জোরে জোরে আঘাত করে উদ্ধাকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করুন।

ভাঙ্গা দেয়ালের নিচে চাপা পড়লে বেশি নড়া-চড়ার চেষ্টা করবেন না। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন এবং উদ্ধাকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করুন।

ভূমিকম্প মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত, আপনি প্রস্তুত তো?

ভূমিকম্প পরবর্তীকালে করণীয়

একবার কম্পন হওয়ার পর আবারো কম্পন হতে পারে। তাই প্রথমবার অনুভূত কম্পন থেমে যাওয়ার পর ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে খালি জায়গায় আশ্রয় নিন।

গ্যাস বা অন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্যের গন্ধ পেলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।

জরুরি তথ্য পাওয়ার জন্য রেডিও ব্যবহার করুন।

কেউ অসুস্থ হলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

উদ্ধার কাজে তৎপর সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা করুন।

বৈদ্যুতিক খুঁটি, টেলিফোনের খুঁটি ও তার উঁচু দেয়াল ও ভবন থেকে দূরে থাকুন।

বাইরে থাকলে দুর্যোগ শেষে সরকারিভাবে নিরাপদ ঘোষণা আসার পর বা সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত সংস্থার মাধ্যমে নিরাপত্তার বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর ভবনে প্রবেশ করুন।

একটি ভূমিকম্পের পর আরও ভূকম্পন হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ভবন, ব্রিজ ও বিভিন্ন অবকাঠামো থেকে দূরে থাকুন। কারণ পরবর্তী ভূকম্পনে সেগুলো ধসে যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ নিজেকে নিরাপদ রাখার অন্যতম প্রধান পন্থা। প্রশিক্ষণ নিন, নিজেকে নিরাপদ রাখুন।

উদ্ধারের ক্ষেত্রে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দিন।

বজ্রপাতে করণীয়

এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়। এ সময় বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করুন।

যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।

আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে পারেন।

উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।

বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থান বা জলাশয়ে বা জলাশয়ের অতি নিকটে থাকবেন না

বজ্রপাতের সময় গাড়ীর ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ীর ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়ীটিকে নিয়ে কোন কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।

How to Survive a Lighting Strike

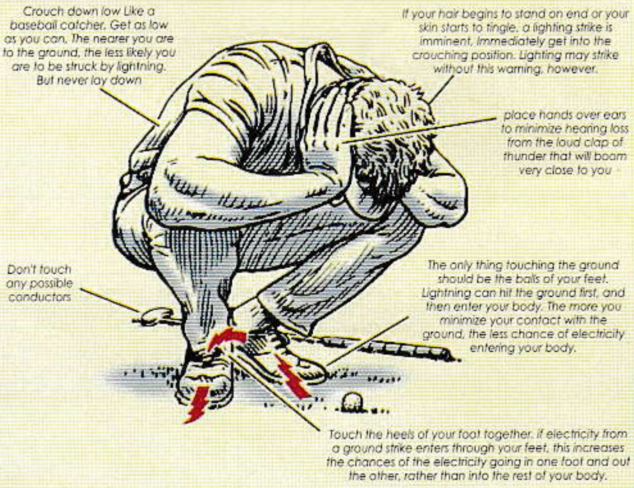

বজ্রপাতের সময় বাড়ীতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকবেন না। ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যেমন কম্পিউটার, পানির টেপ, থালা-বাসন ধোয়া, পানির ঝর্ণা ইত্যাদি ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

বজ্রপাতের সময় জরুরী প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করুন।

বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন।

বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকায় ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।

বজ্রপাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকের চিকিৎসার মত করেই চিকিৎসা করতে হবে। অর্থাৎ সিপিআর দিতে হবে।

খোলা জায়গায় কোন বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া যাবে না। গাছ থেকে অন্তত ৪ মিটার দূরে থাকতে হবে।

বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল/টেপ, সিড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।

প্রতিটি ভবনে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।

খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে অবস্থান করুন।

কোন বাড়ীতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে অবস্থান করুন।

ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে।

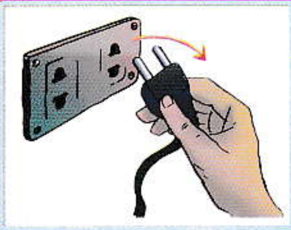

বজ্রপাতের দুর্ঘটনা এড়াতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।

- বজ্রপাত দুর্যোগ হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- জাতীয় বিল্ডিং কোডে বজ্রপাত নিরোধক দন্ড স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পাহাড়ধস বা ভূমিধসে করণীয়

সম্প্রতি পাহাড়ধসে অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। সাবধান ও সচেতন থাকলে এসব ক্ষেত্রে জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। পাহাড়ধসের দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি এড়াতে নিম্নের শর্তগুলো মেনে চললে সুফল পাওয়া যাবেঃ

পাহাড়ধসের আগে বা শান্তিকালীন সময়ে করণীয়

পাহাড়ের ঢালে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ঘরবাড়ি নির্মাণ বন্ধ করুন।

আপনার বাসস্থানের চারপাশের ভূমির প্রকৃতি সম্পর্কে জানুন এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হোন।

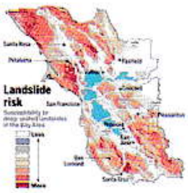

জরুরি মুহূর্তে অনিরাপদ ভবন ত্যাগের একটি পূর্ব-পরিকল্পনা গ্রহণ করুন এবং জরুরি বর্হিগমন প্রক্রিয়া অনুশীলন করুন।

জরুরি মুহূর্তে ব্যবহার্য সামগ্রী আগে থেকেই একটি ব্যাগে সংরক্ষণ করুন এবং হাতের কাছে রাখুন।

প্রকৃতি সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রচলিত আইন মেনে চলুন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সচেতন হোন, নিরাপদে থাকুন।

পাহাড়ের মাটি, গাছপালা কাটা থেকে বিরত থাকুন।

পাহাড়ধস সংঘটিত হলে কিভাবে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হয় এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিন এবং পরিবারের সকল সদস্যের সংগে আলোচনা করুন।

আপনার এলাকার উদ্ধার ও অন্য সেবা সংস্থাগুলির (ফায়ার সার্ভিস, এ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ ইত্যাদি) জরুরি টেলিফোন নম্বর জেনে নিন এবং প্রয়োজন মুহূর্তে সাহায্যের জন্য দ্রুত সংবাদ দিন।

দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য/সংবাদ জানার জন্য ব্যাটারি চালিত রেডিও সংরক্ষণ করুন।

পাহাড়ধস বা দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয়

পাহাড় বা ভূমিধস শুরু হলে কিংবা ভূমিধসের আলামত টের পেলে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।

কোন মূল্যবান সামগ্রী সাথে নেওয়ার জন্য সময় ব্যয় করবেন না।

ভারি বৃষ্টিপাত হলে ভূমিধস সংঘটিত হতে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

ভূমিকম্পের ফলেও ভূমিধস সংঘটিত হতে পারে। এ বিষয়ে সচেতন ও সাবধান থাকুন।

কিছু অস্বাভাবিক শব্দ (যেমন গাছপালা ভেঙ্গে পড়া/নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়া) ভূমিধসের পূর্ব আলামত।

ভূমিধসের আশঙ্কা সৃষ্টি হলে সতর্ক ও জাগ্রত থাকুন। পরিবারের সকল সদস্যকে সতর্ক করুন।

স্থানীয়া প্রশাসন/নিরাপত্তা সংস্থার নির্দেশ পেলে দ্রুত ঝুঁকিপূর্ণ স্থান/অবস্থান ত্যাগ করুন এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন। যে কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসকে সংবাদ দিন।

পাহাড়ধস-পরবর্তী করণীয়

পাহাড়ধস এলাকা থেকে দূরে থাকুন।

ভূমিধসে কেউ আটকাপড়ার বা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার তথ্য জানলে তা ফায়ার সার্ভিসকে অবহিত করুন এবং আঘাতপ্রাপ্ত বা স্বল্প আহত ব্যক্তিকে উদ্ধারে এগিয়ে আসুন। উদ্ধার কর্মীদের কাজে সহায়তা করুন।

আপনার প্রতিবেশীর পরিবারের শিশু, বয়স্ক বা চলাফেরায় অক্ষম লোকজনকে উদ্ধারে/নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সহায়তা করুন।

দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য জানা, দুর্যোগ পরবর্তী ঘোষণা জানার জন্য রেডিও, টিভির সংবাদ বুলেটিন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায়।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা জোরদারের জন্য যা করা দরকার

আমাদের দেশে সংঘটিত অগ্নি দুর্ঘটনার বেশিরভাগ সংঘটিত হয় বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে বা বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে। এ কারণে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলা যেতে পারেঃ

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার জন্য ইলেকট্রিক অ্যাক্ট ১৯১০ এবং ইলেকট্রিক রুলস ১৯৩৯ জানতে এবং মেনে চলতে হবে।

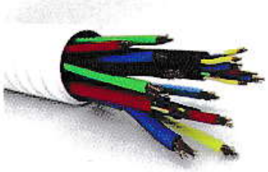

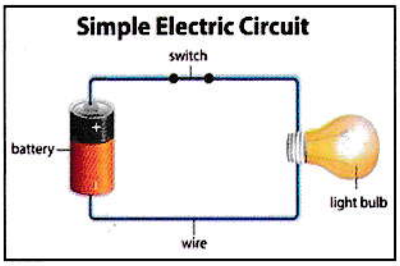

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সঠিক এম্পায়ারের বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে অনুমোদিত ও উপযুক্ত বিদ্যুৎ প্রকৌশলী নিয়োগ করুন। বহুতল ভবন এবং বাণিজ্যিক ভবন ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে এসএলডি (সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম) প্রণয়ন করে সেই অনুযায়ী বৈদ্যুতিক সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

সকল সার্কিট যথোপযুক্ত ফিউজ ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ রাখতে হবে।

সকল সুইচ সরবরাহ লাইনের ফেজের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

সঠিক মানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার অন্যতম শর্ত। নিম্নমানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অগ্নি দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এজন্য গুণগত মান বজায় রাখতে বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, তার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে।

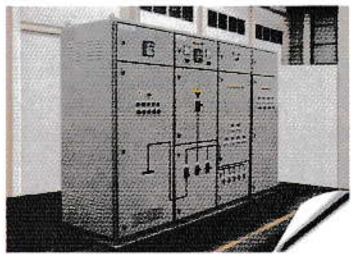

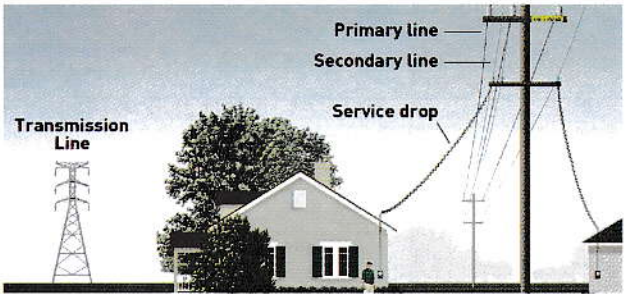

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঘর-বাড়ি বৈদ্যুতিক স্থাপনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে নির্মাণ করুন।

বাসায় ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন ফ্রিজ, ওভেন, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি সঠিকভাবে আর্থিং করা থাকতে হবে।

সিংগেল ফেজের জন্য দুই মেরু ও থ্রি ফেজের জন্য চার মেরু বিশিষ্ট মেইন সুইচ ব্যবহার করতে হবে।

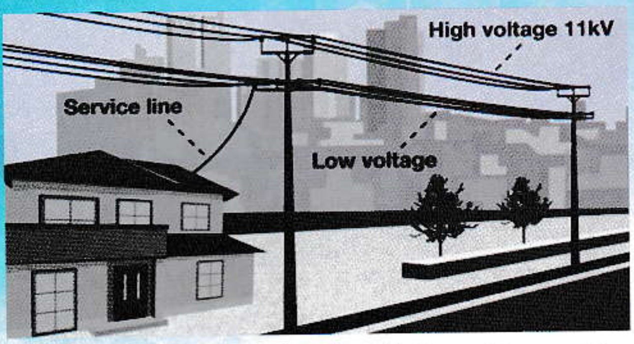

বাড়ি নির্মাণের সময় নিকটবর্তী বৈদ্যুতিক লাইন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

বিকল্প জেনারেটর স্থাপনের সময় সঠিক রেটিং-এর চেঞ্জ ওভার সুইচ ব্যবহার করতে হবে। দক্ষ অপারেটর দিয়ে পরিচালনা করতে হবে।

দক্ষ ও অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত বৈদ্যুতিক স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা যাবে না।

প্রতিটি কর্মীকে কাজের সময় উপযুক্ত পোশাক পরিধান করতে হবে। ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক সুইচ ও সরঞ্জাম ব্যবহার করা যাবে না।

কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারের যন্ত্রপাতি সমূহ সঠিক ভাবে কাজ করছে কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে এবং যথাপোযুক্ত ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি বাদ দিতে হবে।

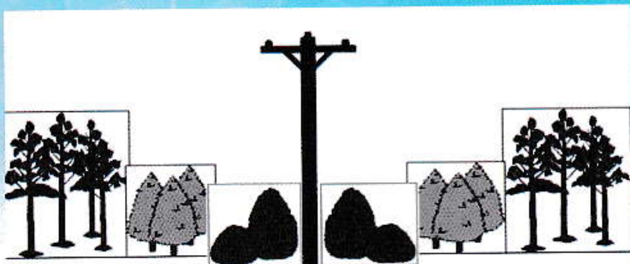

বিদ্যুৎ লাইনের আশেপাশে গাছ লাগানোর সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন ওভারহেড লাইন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকে।

পরিদর্শন বা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতিরেকে অন্যান্য সময় উচ্চ বৈদ্যুতিক ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ স্থাপনার প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখতে হবে।

কাজ করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যে লাইন ও যন্ত্র সামগ্রীর বৈদ্যুতিক সংযোগ পরিপূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে কিনা, প্রতিটি ফেজ টেস্ট করে প্রয়োজনে গ্রাউন্ডিং করে দিতে হবে।

বহনযোগ্য মই দিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মই ধরে রেখে কাজ করতে হবে যেন কোন ভাবেই পিছলে পড়ে না যায়।

বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এমন লাইন বা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সময় পরিবাহী বস্তু নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে। নিরাপদ দূরত্ব বলতে ১১ কেভির জন্য ন্যূনতম ২ ফুট এবং ৩৩ কেভির জন্য ন্যূনতম ৩ ফুট বোঝাবে।

বয়লার দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যা করা দরকার

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে বয়লার বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে গাজীপুরের কাশিমপুরে অবস্থিত মালটিফ্যাবস লিমিটেড কারখানায় ২০১৭ সালের জুলাই মাসে সংঘটিত বয়লার বিস্ফোরণে ১৩ জনের প্রাণহানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিম্নের ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করা যেতে পারেঃ

❖ স্টিম কনজাম্পশন ক্যাপাসিটির দেড়গুণ স্টিম প্রডাকশন ক্ষমতাসম্পন্ন বয়লার ক্রয় করা এবং সকল ডেড ওয়েট সিস্টেম বয়লার সেফটি ভাল্ব প্রতিস্থাপন করে স্প্রিং লোডেড/ আধুনিক সেফটি ভাল্ব প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

❖ BNBC, Part-4, Appendix (11) অনুযায়ী বয়লার রুমে ৪ ঘন্টা অগ্নি প্রতিরোধক দেয়াল নির্মাণ এবং দুই ঘণ্টা অগ্নি প্রতিরোধক দরজা স্থাপন করা প্রয়োজন।

❖ বয়লার রুম ম্যানুয়াল অনুযায়ী নির্মাণ করতে হবে এবং ওয়াকওয়ে ও গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে দূরে স্থাপন করতে হবে।

❖ বয়লার ওভারহেড-এর উপরে ন্যূনতম ৬ ফুট খালি রেখে আরসিসি ছাদ নির্মাণ করতে হবে।

❖ বয়লার পরিচালনার আগে ওয়াটার লেভেল ইনডিকেটর/গেজ গ্লাস চেক করতে হবে। ড্রেইন প্লাগ খুলে বদ্ধ বাতাস বের করে দিতে হবে।

❖ প্রতি ৭ দিনে একবার সেফটি ভাল্বের প্রেশার এবং সেফটি ভাল্বের ভাল্ব ব্লো-আপ চেক করতে হবে।

❖ প্রতি মাসে একবার করে ব্লো-হাউন-ভাল্ব চেক করতে হবে।

❖ Boiler Manufacturers Company Recommended PH Value-এর water ব্যবহার করতে হবে।

❖ প্রতি বছর একবার Hydrostatic Hammer Test করতে হবে। সম্ভব হলে Ultrasonic Test করতে হবে।

❖ SOP (Standard Operating Procedure) ও রক্ষণাবেক্ষণ বই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ কর্তৃক প্রতিদিন মনিটরিং-এর মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপত্তার জন্য সচেতনতা ও সাবধানতার বিকল্প নেই। গুণগত মানসম্পন্ন বয়লার ক্রয়, দক্ষ ও উপযুক্ত লোক নিয়োগের মাধ্যমে এর পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষণ এবং সেইফটি ইন্সট্রাকশন সঠিকভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা সম্ভব।

গ্যাস সিলিন্ডারের দুর্ঘটনা এড়াতে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলুন

- অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউটর থেকে মানসম্পন্ন সিলিন্ডার কিনুন।
- অর্থ বাঁচাতে নিম্নমানের/মরিচা ধরা সিলিন্ডার ক্রয় করবেন না।
- ব্যবহারের আগে সিলিন্ডারের লেবেল ও মেটেরিয়াল সেফটি ডাটাশিট (এমএসডিএস) পড়ে নিন।
- সিলিন্ডার এমন স্থানে খাড়াভাবে রাখুন, যেখানে যানবাহন বা মানুষ চলাচল করেনা।
- ঠান্ডা ও অবাধ বাতাস চলাচল করে এরূপ স্থানে সিলিন্ডার রাখুন।
- ব্যবহার শেষে সিলিন্ডার বাল্বের মুখের সেফটি ক্যাপ আটকে রাখুন।
- খোলা আগুন দিয়ে নয়, সাবানের ফেনা দিয়ে গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ পরীক্ষা করুন।
- তাপ, আগুনের উৎস, দাহ্যবস্তু এবং গ্যাস থেকে সিলেন্ডার নিরাপদ দূরত্বে রাখুন।
- ব্যবহারের পর গ্যাস সংযোগ বন্ধ রাখুন। আগে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে তার পর চুলা জ্বালান।
- রান্না শেষে প্রথমে চুলা, তারপর সিলেন্ডারের সংযোগ বন্ধ করুন।
- গ্যাসের গন্ধ পেলে লাইট, ইলেকট্রিক সামগ্রী বন্ধ রেখে ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিন।
- বাল্ব খোলা এবং বন্ধ করার সময় বল প্রয়োগ করবেন না।
- প্রতি ৩ বছর অন্তর সিলিন্ডার হাইড্রোলিক প্রেসার টেস্ট করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে সিলিন্ডার ব্যবহার করুন।

ফায়ার সার্ভিসের গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বরসমূহ

জাতীয় জরুরি সেবা ঃ ৯৯৯

ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ঃ ১০২

৯৫৫৫৫৫৫, ৯৫৫৬৬৬৬, ৯৫৫৬৬৬৭, ৯৫৫১৩০০, ৯৫৬৭৭৩৩, ৯৫৬৭৭৩৪, ৯৫৬৬৯৮০, ৯৫৬৬৯৮১, ৯৫৬৬৯৮২, ৯৫৫১৫৯০, ৯৫৫২০২১, ৯৫৫৮৫৬৯, ৯৫৫৮৯৩৮, ৯৫৫৯২০০, ০১৭৩০-৩৩৬৬৯৯, ০১৭১৩-০৩৮১৮১, ০১৭১৩-০৩৮১৮২

চট্টগ্রাম বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

০৩১-২৫২১১৫০, ২৫২১১৫২-৫৩, ৭১৬৩২৬-২৭, ০১৭৩০-৩৩৬৬৬৬

রাজশাহী বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

০৭২১-৭৭৪২২৪, ৭৭৪২৯৩, ০১৭৩০-৩৩৬৬৫৫

খুলনা বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

০৪১-৭৬০৩৩৩-৭, ০১৭৩৩-০৬২২০৯

ময়মনসিংহ বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

০৯১-৬৭৪৪৪, ০১৭৩০-০০২৩৫৩/০১৯৬৮-৮৮১১১৯

বরিশাল বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

০৪৩১-২১৭৭০১২-৫, ০৪৩১-৬৫২২২, ০১৯৮৩-৮৮৬৬৭৭, ০১৮৭৮-০০১১১১

রংপুর বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

০৫২১-৫৬০০১, ৫৬৮০০, ০১৭৩২-৭০৭১৭২

সিলেট বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

০৮২১-৭২৮০৩৪, ৭২৭৯৭৬-৭, ০১৭৩০-৩৩৬৬৪৪

'সেফটি টিপস' বুকলেটটি মোঃ শাহজাহান শিকদারের সম্পাদনায় ফায়ার সার্ভিস মিডিয়া সেল থেকে প্রকাশিত